রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ফেব্রুয়ারি ৫, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৯-আইন/২০২৩।—বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ১০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) “অব্যাহতি সনদ” অর্থ আইনের ধারা ৩, ৪ ও ৫ এর অধীন প্রদত্ত কোনো সনদ;

(খ) “আইন” অর্থ বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৮ নং আইন);

(গ) “পণ্য” অর্থ যে কোনো ধরনের সামগ্রী, পণ্য দ্রব্য এবং কন্টেইনারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) “নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২) এ সংজ্ঞায়িত কর্তৃপক্ষ;

(ঙ) “বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১) এ সংজ্ঞায়িত কোনো জাহাজ;

মূল্য : টাকা ৮.০০

(চ) “মহাপরিচালক” অর্থ মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর;

(ছ) “রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা” অর্থ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে শিপিং কর্পোরেশন বা উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (জ) এর বিধান অনুসারে পরিচালিত কোনো জাহাজ এবং বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) “সরকার” অর্থ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

৩। **অব্যাহতি সনদের আবেদন।**—(১) বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ ব্যতীত অন্য কোনো জাহাজের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে, তফসিল ১ এ উল্লিখিত ফরমে, অব্যাহতি সনদের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(২) অব্যাহতি সনদের আবেদনের সহিত তফসিল ২ এ উল্লিখিত পরিমাণ ফি প্রদান করিতে হইবে।

৪। **অব্যাহতি সনদ মঞ্জুর, স্থগিত, বাতিল, ইত্যাদি।**—(১) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ, বিধি ৩ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন পরীক্ষা করিবে এবং উক্ত আবেদন পরীক্ষান্তে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা ও বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ মালিক সংগঠনের মতামত সাপেক্ষে, সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অব্যাহতি সনদ মঞ্জুর করিবে।

(২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ, জনস্বার্থে, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য এবং নৌ বাণিজ্য চলমান রাখিবার লক্ষ্যে অব্যাহতি সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে, অব্যাহতি সনদের সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) অসত্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে অব্যাহিত সনদ গ্রহণ করা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমত, উহা স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ, উপ-বিধি (১) এর অধীন অব্যাহতি সনদ প্রত্যাহার বা বাতিল করিবার পূর্বে উক্ত সনদধারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে সক্ষম হইলে অব্যাহতি সনদ স্থগিত বা বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।—“অত্যাবশ্যকীয় পণ্য” অর্থ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, ঘোষিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য।

৫। **সরকারি তহবিলের অর্থে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন, ইত্যাদি।**—(১) আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারি তহবিলের অর্থে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যে শিপমেন্টের তথ্য-উপাত্তসহ চাহিদাপত্র (INDENT) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত চাহিদাপত্রের আলোকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থার জাহাজের মাধ্যমে সরকারি পণ্য পরিবহন করিতে হইবে।

(৩) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থার জাহাজ অপ্রতুল হইলে বা জাহাজ পাওয়া না গেলে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬, আন্তর্জাতিক আইন, এতৎসংক্রান্ত বিদ্যমান বিধিবিধান এবং চার্টারিং কমিটির গ্রাউন্ড রুল অনুসরণপূর্বক সরকারি পণ্য পরিবহন করিতে হইবে।

৬। **বিদেশি জাহাজ কর্তৃক উপকূলীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহন।**—(১) উপকূলীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনে অব্যাহতি সনদপ্রাপ্ত বিদেশি জাহাজ অন্য কোনো দেশের পণ্য ব্যতিরেকে ৩ (তিন) মাস বা তদূর্ধ্ব সময় কেবল বাংলাদেশি পণ্য পরিবহন কাজে নিয়োজিত থাকিলে উক্ত জাহাজের মোট জনবলের অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ বাংলাদেশি অফিসার ও নাবিকদের মধ্য হইতে নিয়োগ করিতে হইবে।

(২) উপকূলীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনের জন্য অব্যাহতি সনদপ্রাপ্ত বিদেশি জাহাজ অন্য কোনো দেশের পণ্য ব্যতিরেকে ১ (এক) বৎসর বা তদূর্ধ্ব সময় কেবল বাংলাদেশি পণ্য পরিবহন কাজে নিয়োজিত থাকিলে উক্ত জাহাজের সকল জনবল বাংলাদেশি অফিসার ও নাবিকদের মধ্য হইতে নিয়োগ করিতে হইবে।

৭। **মনিটরিং কমিটি।**—(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণ এবং এই বিধিমালার প্রয়োগ তদারকি করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) মহাপরিচালক, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন উপযুক্ত কর্মকর্তা;

(গ) সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্য হইতে, সরকার কর্তৃক মনোনীত, অনধিক ৪ (চার) জন সদস্য;

(ঘ) চিফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্যের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

৮। **মনিটরিং কমিটির সভা।**—(১) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) মনিটরিং কমিটি ইহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে এবং প্রত্যেক বৎসর অন্যূন ২ (দুই) টি সভায় মিলিত হইবে।

(৩) সভাপতিসহ অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) Bangladesh Flag Vessels (Protection) Rules, 1982, অতঃপর রহিতকৃত Rules বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকৃত Rules এর অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোনো কার্যধারা, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সময়, অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত Rules রহিত হয় নাই।

তফসিল- ১

[বিধি ৩ (১) দ্রষ্টব্য]

পণ্য পরিবহনের অব্যাহতি সনদের আবেদন

বরাবর

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ (মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা)।

বিষয় : পণ্য পরিবহনের অব্যাহতি সনদ মঞ্জুরের আবেদন।

মহোদয়,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর ধারা ৩/ধারা ৪/ ধারা ৫ এর অধীন পতাকাবাহী জাহাজের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিতেছি।

জাহাজের বর্ণনা নিম্নরূপ, যথা:—

১। জাহাজের ধরন :

(ক) বাল্ক/বার্জ/ট্যাংকার/ডেড জাহাজ;

(খ) কন্টেইনার।

২। সনদের ধরন :

(ক) আমদানি;

(খ) রপ্তানি;

(গ) অন্যান্য।

৩। আইএমও নং:

৪। জাহাজের নাম:

৫। নির্মাণের সন:

৬। ওজন:

৭। শ্রেণি:

৮। পতাকা:

৯। মালিক/ভাড়াকারী/জাহাজীকারকের তথ্যাদি:

১০। যে বন্দরে জাহাজীকরণ ও খালাস করা হইবে উক্ত দেশের নাম (আমদানি):

১১। যে বন্দরে জাহাজীকরণ ও খালাস করা হইবে উক্ত দেশের নাম (রপ্তানি):

১২। যে বন্দরে জাহাজীকরণ ও খালাস করা হইবে উক্ত বন্দরের নাম (আমদানি):

১৩। যে বন্দরে জাহাজীকরণ ও খালাস করা হইবে উক্ত বন্দরের নাম (রপ্তানি):

১৪। জাহাজের প্রকৃতি ও ধারণযোগ্য পণ্যের আনুমানিক পরিমাণ (আমদানি):

১৫। জাহাজীকরণ ও খালাসের হার:

১৬। জাহাজের প্রকৃতি ও ধারণযোগ্য পণ্যের আনুমানিক পরিমাণ (রপ্তানি):

১৭। ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর (যদি থাকে):

১৮। শিপমেন্টের ধরন:

১৯। এলসি নং:

২০। এলসি খোলার তারিখ:

২১। এলসি এর মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ:

২২। কার্গোর প্রাপ্যতা ও জাহাজীকরণ তালিকা: বন্দরে আগমনের সম্ভাব্য সময় (ইটিএ) এবং বন্দর হইতে বহির্গমণের সম্ভাব্য সময় (ইটিডি) (দিন-মাস-বৎসর) (আমদানি):

২৩। বন্দরে বার্থিং এর আনুমানিক সময় ও তারিখ (ইটিডিবি) (দিন-মাস-বৎসর) (আমদানি):

২৪। জাহাজীকরণ বন্দরের লেইকেন (Laycan) (সময় ও তারিখ) (দিন-মাস-বৎসর) (আমদানি):

২৫। বন্দরে বার্থিং এর আনুমানিক সময় ও তারিখ (ইটিডিবি) (দিন-মাস-বৎসর) (আমদানি):

২৬। জাহাজীকরণ বন্দরের লেইকেন (Laycan) (সময় ও তারিখ) (দিন-মাস-বৎসর) (রপ্তানি):

২৭। কার্গোর প্রাপ্যতা ও জাহাজীকরণ তালিকা: বন্দরে আগমনের সম্ভাব্য সময় (ইটিএ) এবং বন্দর হইতে বহির্গমণের সম্ভাব্য সময় (ইটিডি) (দিন-মাস-বৎসর) (রপ্তানি):

২৮। আমদানিকারক/রপ্তানিকারকের নাম:

অর্থ পরিশোধের সার-সংক্ষেপ:

আমি এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে, এই আবেদনের সহিত উপস্থাপিত সকল তথ্য সঠিক। উক্তরূপ কোনো তথ্য কোনো পর্যায়ে অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলে আমি আইন ও বিধি মোতাবেক প্রদত্ত যে কোনো আদেশ, সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

(--------------------------)

মালিক

লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন নং ---------------।

সংযুক্তি:

১।

২।

৩।

তারিখ:

তফসিল- ২
[বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য]

পণ্য পরিবহনের অব্যাহতি সনদের আবেদন ফি

জাহাজের ধরন	বন্দরের বর্ণনা	পণ্যের পরিমাণ	ফি (টাকার অংকে)

তফসিল- ৩

[বিধি ৪ (১) দ্রষ্টব্য]

পণ্য পরিবহনের অব্যাহতি সনদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌপরিবহন অধিদপ্তর।

পণ্য পরিবহনের অব্যাহতি সনদ

বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর অধীন অব্যাহতি সনদ তারিখ: ....

শিপিং এজেন্ট এর নাম ও ঠিকানা	(ক) ডিডব্লিউটি ক্যাপাসিটিসহ জাহাজের নাম; (খ) আইএমও নং এবং জাহাজের শ্রেণিবিভাগ যাহার দ্বারা জাহাজের শ্রেণিভুক্ত করা হইয়াছে; (গ) নির্মাণের সন	(ক) জাহাজের পতাকা; (খ) মালিক/ চার্টার/ অপারেটর এর পূর্ণ ঠিকানা, টেলেক্স ও টেলিফোন নম্বর	রুট/ গন্তব্য যাহার জন্য অব্যাহতি প্রাপ্ত	(ক) পণ্য বোঝাই ও খালাসের বন্দর; (খ) ট্রান্সশিপ মেন্ট বন্দর, যদি থাকে	কার্গো এর আনুমানিক পরিমাণ/ বোঝাইকৃত কার্গোর প্রকৃতি (পরিমাণ হিসেবে সকল ধরনের প্যাকিংসহ প্যাকেজ ও মে: ট:)	শিপমেন্টের প্রকৃতি (এফওবি/ সিএন্ডএফ)	কার্গো এর প্রাপ্যতা এবং বোঝাইকরণ তালিকা/ বোঝাই এর বন্দর (ইটিএ ও ইটিডি)	(ক) এলসি নং এবং মেয়াদ; (খ) আমদানিকারক/ রপ্তানিকারকের নাম	মন্তব্য

উপরিউক্ত তথ্যাদি সাপেক্ষে, অনলাইন আবেদনের জন্য প্রযোজ্য নিয়মাবলি ও শর্ত এবং তথ্য মোতাবেক, বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর ধারা ---এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্দারা -------------------------------- কে --------------------------- এর ---------------------------------- হইতে --------------------------- পর্যন্ত অনুমতি প্রদান করিল।

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

(------------------------)

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাঃ আমিনুর রহমান

উপসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd